আজকাল

24th April, 2024

ফেলুদার মতো ফেলুদার স্রষ্টাও ম্যাজিক ভালবাসতেন

ম্যাজিকে আগ্রহ বাড়াবে ‘নয়ন’

নয়ন রহস্যর প্রচারে
৪ জাদুকরের ছবি

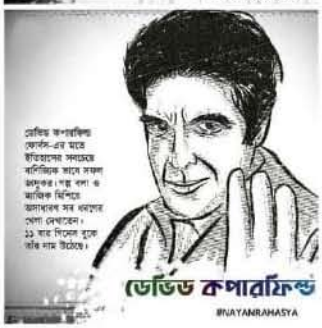

সন্দীপ রায়ের ‘নয়নরহস্য’ মুক্তির আগে উদ্দীপ্ত জাদুকর প্রিন্স শীলের মেয়ে রোশনী এবং জামাই সুস্মিত। এই ছবির ম্যাজিকের নেপথ্যে তাঁরাই। ছবির ট্রেলার মুক্তির দিন মহাজাতি সদনে তাঁরা ম্যাজিকও দেখালেন।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বন্দুক থেকে ছিটকে আসা বুলেট ঠোঁট দিয়ে ধরাই ছিল জাদুকর প্রিন্স শীলের সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং জনপ্রিয় ম্যাজিক। জাদুকর শ্রেষ্ঠ পি সি সরকার জুনিয়রকে গুরু মানতেন তিনি, কিন্তু তাঁর ম্যাজিকে ছিল নিজস্বতা, যার মধ্যে ‘বুলেট ক্যাচিং’ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এবং ‘ক্লোজ-আপ’ ম্যাজিকে ছিল প্রিন্স শীলের বিশেষ নৈপুণ্য। তেমন কিছু ক্লোজ- আপ ম্যাজিক তিনি দেখাচ্ছিলেন এক অভিজাত হোটেলের রেস্টুরেন্টে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেয়ে রোশনী এবং জামাই সুস্মিত, যাঁরা দুজনেই ম্যাজিশিয়ান। এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে নানান রহস্যময় ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন তাঁরা। সেখানে তখন সপরিবার উপস্থিত সন্দীপ রায়। প্রিন্স শীলের সপরিবার ম্যাজিক দেখে মুগ্ধ হন সন্দীপ রায়, ললিতা রায় ও তাঁদের ছেলে সৌরদীপ।

সেদিনের কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে রোশনী এবং সুস্মিতের। বছর ছয়েক আগের ঘটনা। তখনই পরিচালকের সঙ্গে ফোন নম্বর বিনিময় হয়েছিল জাদুকরের।

‘নয়নরহস্য’ ছবির পরিকল্পনা যখন করলেন সন্দীপ রায়, তখন তাঁর দরকার পড়ল একজন দক্ষ ম্যাজিশিয়ানের। ম্যাজিক ছাড়া তো নয়নরহস্য সম্ভব নয়। কারণ, জাদুকর ‘চমকদার’ তরফদার তো ‘নয়ন’ নিয়েই ম্যাজিক দেখিয়ে হতভম্ব করে দেয় দর্শকদের। সংখ্যার ম্যাজিকে এই কিশোর তাক লাগিয়ে দেয়। শুধু অঙ্কের যোগ-বিয়োগ-গুণ নয়, কার পকেটে কত টাকা, কার সিন্দুকে কী আছে, সব সংখ্যায় বলে দিতে পারে এই আশ্চর্য বালক।

ছবি তৈরির পরিকল্পনার সময়েই প্রিন্স শীলের নম্বরে ফোন করেন সন্দীপ রায়। ফোন ধরেন প্রিন্স শীলের মেয়ে রোশনী। সন্দীপ রায়কে রোশনী কান্না ভেজা গলায় জানালেন, প্রিন্স শীল আর নেই। উনি ’২০ সালের ৮ জুলাই আচমকাই মারা গেছেন।

মর্মাহত হন পরিচালকও। সেবার রেস্টুরেন্টে প্রিন্স শীলের সঙ্গে চমৎকার ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন রোশনী এবং সুস্মিতও। তাই তাঁদেরই বিশপ লেফ্রয় রোডে ডেকেছিলেন সন্দীপ রায়।

এরপর, ঠিক হল, ‘নয়নরহস্য’র ম্যাজিকে নেপথ্যে থাকবেন রোশনী আর সুস্মিত।

‘নয়নরহস্য’ এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়। এই ছবির ট্রেলার প্রকাশিত হল অভিনব ভাবে, মহাজাতি সদনে। এখানে ম্যাজিক দেখালেন রোশনী, সুস্মিত এবং তাঁদের বারো বছরের ছেলে ব্রজরাজ। এই নামটি প্রিন্স শীলের পছন্দের। তাই দাদুর পছন্দের নাম নিয়ে, দাদুর ম্যাজিকপথে এগিয়ে চলেছে ব্রজরাজ। খুব ছোটবেলায় প্রিন্স শীলের কাছেই ম্যাজিকের হাতেখড়ি ব্রজরাজের। এখন তার গাইড মা-বাবা।

এখন তো সিনেমায় তেমন ম্যাজিক দেখা যায় না। সত্যজিৎ রায়ের ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ তো ম্যাজিকের আশ্চর্য স্বর্গ। আমরা তাঁরই ছেলে বিশিষ্ট পরিচালক সন্দীপ রায়ের ছবিতে ম্যাজিকের কারণে জড়িয়ে থাকতে পেরে খুবই গর্বিত। বললেন রোশনী।

রোশনী, সুস্মিত দুজনেই বললেন, মহাজাতি সদনে একসময় মাসের পর মাস ম্যাজিক দেখাতেন পি সি সরকার, জুনিয়র। তখন যেন সারা কলকাতা এবং বাংলাজুড়ে উৎসব চলত। আমরা তো অপেক্ষা করে থাকতাম, কবে আবার তাঁর শো হবে এবং আবার আমরা দেখব। বিশ্বের কাছে আমাদের ম্যাজিককে তো সিনিয়র এবং জুনিয়র পি সি সরকারই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করেছেন।

কথা বলতে বলতে আক্ষেপও করলেন রোশনী, সুস্মিত। রোশনী বললেন, আমাদের ছেলে ব্রজরাজ কোনওদিন দেখেনি পি সি সরকার জুনিয়রের ম্যাজিক। জানি না, কবে তার সেই সৌভাগ্য হবে। ম্যাজিকের কথা তো মুখে বলে বোঝানো যায় না, সামনে থেকে দেখতে হয়।

সুস্মিত, রোশনীর সঙ্গে এখন মঞ্চে রীতিমতো খেলা দেখায় ক্লাস এইটের ব্রজরাজ। মঞ্চে হলে ‘ইলিউশন’ এবং ‘কনজুরিং’ ম্যাজিক দেখান রোশনী, সুস্মিত ও ব্রজরাজ। রোশনী বললেন, কোনও মানুষকে শূন্যে ভাসানো বা মঞ্চে কেটে আবার জুড়ে দেওয়াকে ম্যাজিকের ভাষায় আমরা ‘ইলিউশন’ বলি। ‘কনজুরিং’ ম্যাজিকে যন্ত্রপাতি, বাক্স, নানান জিনিস ব্যবহার হয় মঞ্চে। এছাড়া, সুস্মিত বলেন, আমরা বাপির (প্রিন্স শীল) কাছ থেকে প্রচুর ‘ক্লোজ-আপ’ ম্যাজিক শিখেছি। সেগুলো আমরা যেমন দেখাই ড্রইং রুমে, তেমন কোনও রেস্টুরেন্টের টেবিলে-টেবিলেও আলাদা করে দেখাই। ছোট পরিসরেই জমে ‘ক্লোজ-আপ’ ম্যাজিক।

প্রিন্স শীলের আসল নাম ছিল বিমলকুমার শীল। কিন্তু জাদু-জগতে তাঁর পরিচয় প্রিন্স শীল। তাঁর দেখানো পথেই এগিয়ে চলেছে তাঁর মেয়ে-জামাই এবং তৃতীয় প্রজন্ম ব্রজরাজ।

সুস্মিত বললেন, ম্যাজিক নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন। ফেলুদা নিজেও ম্যাজিকের ভক্ত। তাঁর স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ও ম্যাজিক ভালবাসতেন। সেই ফেলুদার ছবিতে ম্যাজিকের নেপথ্যে আমরা আছি, এটাও একটা বিরাট স্বপ্নপূরণ।

এই ছবিতে ম্যাজিশিয়ানের চরিত্র তরফদারের ভূমিকায় আছেন দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়। সুস্মিত বললেন, দেবনাথদাকে আমরা ম্যাজিক শিখিয়েছি। দেবনাথদাও খুব সহজে সব রপ্ত করেছেন। বাড়িতে গিয়েও প্র্যাকটিসে খামতি রাখেননি। আমরা দেবনাথদাকে বলেছি, ‘নয়নরহস্য’ রিলিজের পর তোমাকেও আমাদের সঙ্গে ম্যাজিক-শো করতে হবে। দর্শকরা কিন্তু দাবি জানাবে।

‘নয়নরহস্য’ নিয়ে উদ্দীপ্ত রোশনী, সুস্মিতও তাকিয়ে আছেন ছবি রিলিজের দিকে। তাঁদের বিশ্বাস, ছোটদের তো বটেই, বড়দের মধ্যেও ম্যাজিক নিয়ে আরও আগ্রহ বাড়াবে ‘নয়ন’। আর কয়েকটা দিনের অপেক্ষায়।

নয়ন রহস্যর ম্যাজিক পরিবার

রোশনী

সুস্মিত

ব্রজরাজ